2nd paper 28.12.16

৭) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। (১৫)

উঃ— সাহিত্য কখনই সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্য হল জীবনসমুদ্র সৃষ্টি কর্ম, আর এই জীবন হল সমকাললগ্ন। তাই তো সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উঠে আসে তৎকালীন সমাজ জীবন। সাধারণত মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মকে আশ্রয়করে রচিত হলেও এতে দেশকাল পটভূমিকে একেবারে অস্বীকার করা হয় না। সমাজ-জীবন বিচ্ছিন্ন সাহিত্য মূলহীন বৃক্ষের মতই অলীক। তাই একথা বলা হয় যে, সাহিত্য হল সমাজের দর্পন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতটি প্রনিধানযোগ্য —

"সাহিত্য দেশের অবস্থা ও তৎকালীন জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মতই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা উপকরন এতে চিত্রিত হয়েছে। এখানে কবির জীবনবোধ, পর্যবেক্ষন শক্তি, বাস্তবের নিবিড় অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ তথা সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম কর্তৃক চিত্রিত সমাজ-জীবন চিত্রের আলোচনা করা হল।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'গ্রন্থ-উৎপত্তি ও আত্ম পরিচয় অংশে' নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা তুলে ধরেছেন। মুঘল সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ যখন গৌড়বঙ্গের শাসন করছেন সেই সময় স্থানীয় ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কবিকঙ্কন সেই অরাজকতার জীবন্ত চিত্র

P.T.O

অঙ্কন করেছেন তাঁর কাব্যে —

~~উজির হল রায়জাদা   ব্যাপারিরে দেয় খেদা~~

~~ব্রাহ্মন বৈষ্ণবের হল্য আরি।~~

"সে মানসিংহের কালে   প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।
উজির হলো রায়জাদা   ব্যাপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মন বৈষ্ণবের হল্য অরি।"

শুধুমাত্র তাই নয়, অনাবাদী ও পতিত জমির উপরে তৎকালে খাজনা চাপানো হত, কোনা-কুনি হিসাবে জমি পরিমাপ করা হত, ফলত সাধারন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না। সেই প্রজা পীড়নের অমানবিক দিকটিও কবি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন —

"মাপে কোনে দিয়া দড়া   পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হইলা কাল   খিলভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।"

এমনকি মহাজনদের কাছে টাকা ধার নিলে দিনে এক পাই করে সুদ দিতে হত, এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু সেখানেও প্রজাদের উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত। কবি তাই যথার্থই বলেছেন —

"পেয়াদা সবার কাছে   প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।"

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ডে' গ্রাম বাংলার অন্ত্যজ ব্যাধ সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠানের চিত্রাঙ্কন করেছেন। 'নিদয়ার সাধভক্ষণ' প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ্য —

"নিদয়ার সাধহেতু ঘরে ঘরে ধর্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন।"

মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর জন্মগ্রহণ কথায় যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা খুবই বাস্তবসম্মত। পুত্রের জন্মগ্রহণের পর মাতা-পিতার হৃদয়ে যে আনন্দ রসের ধারা প্রবাহিত হয় তা কবি প্রকাশ করেছেন এইভাবে —

"উঁয়া-উঁয়া ডাকে সুত চোঁহে প্রেমানন্দ যুত
পূর্ণ হইল সকল মানস।।"

'কালকেতুর বাল্যক্রীড়া' অংশে কবি এক সুপরিচিত ব্যাধ শিশুর বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ডে' ব্যাধ জীবনের কথাই রচিত হয়েছে। শিকার ও বনজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ব্যাধজীবনের গৃহস্থালীর বা সংসার জীবনের দুঃখ-কষ্টের চিত্র পাই 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে, এর মধ্যে থেকে আমরা ব্যাধজীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব চিত্রই পাই যা কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত —

"ভাঙা কুড্যা ঘরখানি পত্রের ছাউনি।।
ভেরেণ্ডার খাম তার আছে মধ্যঘরে।
প্রথম বৈশাখে নিত্য ভাঙে ঝড়ে।।"

কাব্যে ফুল্লরা-কালকেতুর বিবাহ পদ্ধতি বর্ণনার মধ্যে সমাজে অভিজাত উচ্চতর বর্ণের বিবাহ প্রণালীকে অনুসরণ করা হয়েছে, তবে স্থানে স্থানে ব্যাধ সমাজের রীতি-নীতিও লক্ষণীয়।

এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন —

"বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে অক্ষয়কেতু
কুশহস্তে করে কন্যাদান।
যৌতুক ধনুকখানা দিল আর তিন বাণ
জামাতাকে করিল বহুমান॥"

কবি নানা প্রসঙ্গে তৎকালীন যুগের সমাজের বিভিন্ন দিক সমূহ তুলে ধরেছেন। কলকেতুর রাজ্যে বিভিন্ন জাতির আগমনকে কেন্দ্র করে কবি মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য দেখতে পাই —

"কলিঙ্গ-নগর ছাড়ি প্রজা লয় সরকারী
নানা জাতি বীরের নগরে।"

এ মধ্যযুগে যে সহমরণ প্রথা চালু ছিল তা মুকুন্দরামের কাব্য পাই, 'ছায়ার সহমরণ' সে চিত্রকে আরও সুস্পষ্ট করেছে —

"দুই কূলে দিয়া বাতি পরান ত্যজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী।"

তৎকালীন সমাজের আরো নানা দিক সম্বন্ধে কবিকঙ্কনে কাব্য থেকে জানা যায়।

সবশেষে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে মধ্যযুগীয় গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার পরিচয় মুকুন্দরামের নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবি শুধুমাত্র বাস্তব বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা করেননি জীবনের ছাপ অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি যে বাস্তব উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন তা কবির গভীর সমাজ-জ্ঞানকেই প্রতিপন্ন করে।

P.T.O

এখানে একটু মনে করে লিখবে

(কোনো) বিশেষণ?

তাই কবিকঙ্কনের কাব্য সম্বন্ধে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুভূতি সম্পর্কটি প্রণিধান যোগ্য — (দেয়া) দিলাম এইবার

"…… তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তু সংগ্রহে নহে, বাস্তব রসের পরিবেশন নৈপুণ্যে।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)